সংবাদ

তা: 02 OCT 2016
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ২

সৃজনশীল প্রশ্নের নতুন নিয়ম বাতিলের দাবিতে গতকাল রাজধানীতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ-মিছিল –সংবাদ

এসএসসি ও এইচএসসিতে

সৃজনশীল প্রশ্নে নতুন নিয়ম বাতিলের দাবিতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে ছয়টির পরিবর্তে সাতটি প্রশ্নের উত্তর দেয়ার নিয়ম বাতিলের দাবি জানিয়েছে শিক্ষার্থীরা। এ দাবিতে তারা গতকাল রাজধানীতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখিয়েছে। দাবি পূরণ না হলে আগামী মঙ্গলবার থেকে লাগাতার কর্মসূচি দেয়ার হুমকি দিয়েছে শিক্ষার্থীরা। একই দাবিতে রাজধানী ছাড়া কয়েকটি জেলায়ও মানববন্ধন ও সমাবেশ করেছে শিক্ষার্থীরা।

আন্দোলনকারীরা 'সাধারণ ছাত্র সমাজ' ব্যানারে গতকাল সকালে শাহবাগে সমবেত হয়ে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সড়ক অবরোধ করে। এ সময় এক পাশের রাস্তায় যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে পুলিশ সচিবালয়ের পাশের রাস্তা দিয়ে যান চলাচলের ব্যবস্থা করেন।

শিক্ষার্থীদের দাবি, সরকার এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় বহুনির্বাচনী (এমসিকিউ) অংশে নম্বর কমিয়ে সৃজনশীল অংশে বাড়িয়েছে। আগে সৃজনশীল অংশে ছয়টি প্রশ্ন থাকত, সেখানে এবার একটি প্রশ্ন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। কিন্তু পরীক্ষার জন্য যে সময় নির্ধারণ করা হয়েছে তাতে সাতটি প্রশ্নের উত্তর দেয়া সম্ভব হবে না। এ জন্যই শিক্ষার্থীরা চান, গতবারের সিদ্ধান্তটি বহাল থাকুক।

হলিক্রস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ভিকারুননিসা স্কুল, নটরডেম কলেজ, উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ, সরকারি কবি নজরুল কলেজসহ ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশ নেয়। রাজধানী ছাড়াও একই দাবিতে দেশের বিভিন্ন জেলায় শিক্ষার্থীরা মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে। সরকারি কবি নজরুল কলেজের উচ্চ মাধ্যমিকের এক ছাত্র বলেন, 'আগে পরীক্ষায় ছয়টি সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর দিতে হত। নতুন নিয়মে সাতটি নতুন : পৃষ্ঠা : ২ ক : ১

নতুন : নিয়ম

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

প্রশ্নের উত্তর দিকে হবে। এতে পরীক্ষা আরও কঠিন হলো। এজন্য এ নিয়ম বাতিল করতে আমরা গত ২৬ সেপ্টেম্বর শিক্ষামন্ত্রীকে স্মারকলিপি দিয়েছি। প্রয়োজনে প্রধানমন্ত্রীর কাছেও স্মারকলিপি দেয়া হবে।'

ভিকারুননিসা নূন কলেজের মানবিক শাখার এক ছাত্রী বলেন, 'ছয়টি সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য আগে সময় ছিল ২ ঘণ্টা ১০ মিনিট। এই নিয়ম পরিবর্তনের কারণে এখন ২ ঘণ্টা ২০ মিনিটের মধ্যে সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। অন্যদিকে এমসিকিউ (বহুনির্বাচনী) প্রশ্নের নম্বর ৪০ থেকে কমিয়ে ৩০ করা হয়েছে।'

আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা জানায়, নতুন নিয়ম বাতিল না হলে বা ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে শিক্ষামন্ত্রী এ বিষয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনায় না বসলে ৪ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ঘেরাও করা হবে। এদিকে রোববার (আজ) সকাল ১১টায় মিরপুর ১০ নম্বর গোল চত্বরে অবস্থান নেবেন শিক্ষার্থীরা।

শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের ব্যাপারে শাহবাগ থানার ওসি এবি সিদ্দিক বলেন, 'যারা আন্দোলন করছে তারা টিনএজার। তারা মনে করছে, এখন যেভাবে পরীক্ষার নিয়ম করা হয়েছে, তাতে তারা নির্ধারিত সময়ে সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না।'

ওসি আরও বলেন, 'ছুটির দিন বলে ছাত্রছাত্রীরা প্রেসক্লাবের সামনে অবস্থান নিয়েছে। তাদের আন্দোলনের কোন সাংগঠনিক কাঠামো নেই। দায়িত্বশীল কেউ তাদের সঙ্গে কথা বললেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাবে বলে আমরা মনে করি।'

বর্তমানে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্রকে দুই ভাগে ভাগ করে প্রশ্ন করা হয়। এক অংশে সৃজনশীল ও অপর অংশে বহুনির্বাচনী প্রশ্ন থাকে। এতদিন ১০০ নম্বরের একটি পরীক্ষায় সৃজনশীল অংশের নম্বর ছিল ৬০ এবং বহুনির্বাচনী অংশের নম্বর ছিল ৪০। বহুনির্বাচনীর জন্য সময় ছিল ৪০ মিনিট।

কিন্তু শিক্ষাবিদদের সমালোচনার মুখে ২০১৭ শিক্ষাবর্ষে সরকার বহুনির্বাচনী অংশের ১০ নম্বর কমিয়ে সৃজনশীল অংশে বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়। এতে একটি পরীক্ষায় যদি ১০০ নম্বর থাকে তাহলে সেখানে এখন সৃজনশীল অংশের নম্বর হবে ৭০ এবং এমসিকিউ অংশের নম্বর হবে ৩০। গত বছরই শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এরই ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি আগে শিক্ষা বোর্ডগুলো এই নম্বর পুনর্বণ্টন করে। এরপর থেকেই শিক্ষার্থীরা এর বিরোধিতা করছে।